নন্দিতা

ধীরেশকুমার চক্রবর্তী প্রযোজিত
স্বদেশ সরকার পরিচালিত

মন্দিরা

মূল কাহিনী | নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য-গীত | পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্গীত | মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মন্দিরা

সর্বাধ্যক্ষ | বিনয় পাল
চিত্রগ্রহণ | কৃষ্ণ চক্রবর্তী
সম্পাদনা | অমিয় মুখোপাধ্যায়
শিল্পনির্দেশনা | গৌর পোদ্দার
রূপসজ্জা | ভীম নস্কর
সঙ্গীত গ্রহণ, আবহসঙ্গীত ও শব্দ পুনর্যোজনা | সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
শব্দগ্রহণ | জে. ডি. ইরাণী ও রবীন সেনগুপ্ত
ব্যবস্থাপনা | সুদীপ মজুমদার ও সুদীপ রায়
নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল,
মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

গান

তোরা কে যাবি আয় যাবি কে আয়
আমার সোনার সেই গাঁয়ে
যেখানে বসে আছে মা জননী
আমায় নিতে কোল বাড়িয়ে।
যেখানে বারোটা মাস তেরোটা পার্ব্বন
সুখ দুখে—দুখ সুখে
সবাই সবারই আপন,
মন চলরে চল চলরে ছুটে
সব হারিয়ে—
যেখানে আউল বাউল ভাটিয়ালীর গান
দিন রাতে রাত দিনে
বাজে চাঁদ সুরজের গান
প্রাণ শোনরে শোন শোনরে সেগান
প্রাণ ভরিয়ে—

শিল্পী—অনুপ ঘোষাল

ডি. কে. ফিলমস্ এনটারপ্রাইজ নিবেদিত

মন্দিরা

ডি. কে. ফিলমস্ এনটারপ্রাইজ পরিবেশিত

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, আরতি ভট্টাচার্য, বিকাশ রায়, হারাধন বন্দোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (অতিথি), তরুণ কুমার, শম্ভু ভট্টাচার্য, প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টো-পাধ্যায় ও দিলীপ রায় অভিনীত।

অন্যান্য চরিত্রের শিল্পী : ধীরাজ দাস, কিশলয় চৌধুরী, রতন বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত পাত্র, অজিত ঘোষ, অজিত সেন, চিন্ময় মুখোপাধ্যায়, নীহার চক্রবর্তী বলাই মুখোপাধ্যায় অজিত পাল, সুব্রত বসু, ইন্দ্রজিৎ সরকার, মিহির পাল, সলিল চক্রবর্তী, দুলাল চৌধুরী, অনামিকা সাহা, শৈলজা দেবী, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশ সিংহ, অসীম হালদার, সুকুমার মালিক, সুকুমার মজুমদার, সুধীর রায়, পলু গাঙ্গুলী, মায়াধর জানা এবং বাবু বসু।

প্রধান সহকারী পরিচালক | **অমিয় সান্যাল**
প্রধান সহকারী চিত্রশিল্পী | **অনিল ঘোষ**
প্রধান সহকারী সম্পাদক | **শেখর চন্দ**

●

বহির্দৃশ্য গ্রহণ | **পাল্লা রোড ও পার্শ্ববর্তী এলাকা, বর্ধমান**
অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ | **ইন্দ্রপুরী স্টুডিও ও স্টুডিও ম্যানেজার জে. ঝা**
পরিস্ফুটন | **ফিল্ম সার্ভিস (তত্ত্বাবধায়ক : ধীরেন দাসগুপ্ত)**
আলোক নিয়ন্ত্রণ | **অমূল্য নস্কর, নারায়ণ চক্রবর্তী, হেমন্ত দে ও মংকু কূর্মী মন্ত**

●

স্থির চিত্র | **স্টুডিও বলাকা**
পরিচয় লিখন | **দিগেন স্টুডিও**
প্রচার অংকন | **এস. স্কোয়ার ও অরুণ চট্টোপাধ্যায়**

●

প্রচার পরিকল্পনায় | **স্বপন কুমার ঘোষ**

মন্দিরা

পরিচালনায় সহকারী। দুলাল দে ও সুধাংশু গঙ্গোপাধ্যায়
সঙ্গীত পরিচালনায় সহকারী। ওয়াই. এস. মুলকী ও অমলেশ দুলুই
চিত্রগ্রহণে সহকারী। স্বপন নায়েক, বরুন রাহা, বি. জানা ও বাবু পরিহার
শব্দগ্রহণে সহকারী। সিদ্ধি নাগ, দুলাল দাস ও নিতাই জানা
শিল্প নির্দেশনায় সহকারী। শতদল মিত্র
সঙ্গীতগ্রহণ, আবহসঙ্গীত ও শব্দ পুনর্যোজনায় সহকারী। বলরাম বারুই
ব্যবস্থাপনায় সহকারী। সুবিমল বসু, দীপক দে, ত্রৈলোক্য দাস ও কেষ্ট দে
রূপসজ্জায় সহকারী। বিজয় নন্দন ও অজিত মণ্ডল
প্রচারে সহকারী। মানব ব্রহ্ম

●

কৃতজ্ঞতা স্বীকার। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (বর্ধমান), নটরাজ নাট্য গোষ্ঠী (বর্দ্ধমান), চক্রবর্তী কেবলস্ অ্যানড্ ইনজিনিয়ারিং কোম্পানী, স্বাস্থ্যদপ্তর পশ্চিমবঙ্গ, পোর্ট ট্রাসট্ অফ ক্যালকাটা, মিহির কুমার মিত্র (ডি. এম. বর্ধমান), ধীরেন্দ্র নাথ বসু, সাগর চৌধুরী, সমীর ঘোষ, ধাত্রীপদ কোণার, সদানন্দ কোণার, কলকাতা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ, ডাঃ কে. সি. বসুমল্লিক (ডি. এইচ. এস.), ডাঃ বি. চক্রবর্তী, (অধ্যক্ষ মেডি. কলেজ); ডাঃ জে. বি. মুখোপাধ্যায়, (সহ অধ্যক্ষ মেডি. কলেজ); ডাঃ এস হাজরা, ডাঃ এস. পানজা, ডাঃ আর. মুখোপাধ্যায়, পাল্লা ইয়ং বয়েজ ক্লাব, করুণাময় হালদার, নন্দদুলাল দাস, লক্ষ্মীরঞ্জন গুঁই, যতীন্দ্র মোহন দে, শংকর ভৌমিক, সরোজ মোহন বিশ্বাস, পিন্টু ভট্টাচার্য, মঞ্জু চক্রবর্তী, শশাংকশেখর সাঁই, নারায়ণ বিশ্বাস, সরোজরঞ্জন বিশ্বাস ও সি এম্ নায়ার।

(2)

দুজনেই পাই যে দাগা এই দুনিয়ায়, বুঝলে দোস্ত
দুজনেই দুঃখ ভুলি এই পেয়ালায়, কেয়া সমঝে—
দুজনের এমনি ধারা মিল রয়েছে রাশি রাশি
তাহলে দোষটা কোথায়
আমরা যদি কাছে আসি
একে অপরকে ভালবাসি।

দুজনেই দিনদুপুরে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে
ইহকাল আর পরকাল ইচ্ছে মত নিই গুছিয়ে—
তারপর মক্কাতে যাই কিংবা পালাই গয়াকাশী

অনাচার করেও দুজন ধর্ম নিয়ে জেহাদ হাঁকি—
ভুলে যাই এই মানুষের সবার বড়ো ধর্মটাকি—
দুজনেই গরীব মেরে আমীর হয়ে মুচ্‌কি হাসি

শিল্পী—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন করা এবং প্রাত্যহিক জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার কুশলতা অর্জনের ক্ষমতাদান করাই শিক্ষার লক্ষণ। আসলে মানুষ পশুর মত আত্মকেন্দ্রিক জীবন যাপন করতে পারে না। সদ্য পাশ করা নব্য যুবক ডাক্তার প্রশান্ত লাহিড়ী মানবসত্ত্বার মর্ম্মমূলে সত্য ও সুন্দরের আকাংখা নিয়ে যখন গ্রাম জীবনের সংগে একাত্ম হতে চাইল তখন তার সমসাথীর দল প্রচ্ছন্ন ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ করতে শুরু করলো।

অখিলেশ সেনগুপ্ত তো সোচ্চারে বলে উঠলো "গ্রামের ভিতরে গেছিস্ কখনো প্রশান্ত! গেলে বুঝতিস এখনো কি অস্বাভাবিক অবস্থা। শিক্ষা চিকিৎসা কিছু নেই সেখানে—আছে শুধু অভাব অনটন আর মহামারীর প্রকট জ্বালা। আমরা মুখে তো অনেক বড় বড় কথা বলি কিন্তু কি করি আমরা? আমরা সেবা ধর্ম্মের নামে যথেচ্ছ ভাবে ডাক্তারী ব্যবসা করি"। প্রশান্ত অখিলেশের কথায় ক্ষণকালের জন্য মুষড়ে যায় এবং মনে মনে ভাবতে থাকে তবে কি সে "গ্রামে ডাক্তার চলুন", আন্দোলনের ভাগীদার হতে পারবে না— অন্য দু একজন ও ব্যঙ্গ বিদ্রুপের প্রখরতাকে স্থূল পর্যায়ে নিয়ে যায় "গ্রামে যাচ্ছিস যা, ক্ষতি নেই। পেট ভরে পান্তা ভাত খাবি-গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের গান শুনবি আর ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে শরৎ চাটুজ্জের 'দেবদাস' এর মত একটা পার্ব্বতীও হয়তো জুটিয়ে নিতে পারবি"। প্রশান্ত নীরবে সব কিছু সহ্য করে আর তার সংকল্পে অটল থাকে। সেবা ধর্ম্মের আদর্শ থেকে সে তার মহান সংকল্পকে এতটুকু সরতে দেবে না। সংকল্প সাধনে সাধ্যমত চেষ্টা করবেই সেখানে যত বাধা যত প্রতিবন্ধকতাই আসুক না কেন।

যখন প্রশান্ত চাকরী গ্রহণ করে তার বাবাকে জানালো তখন তার আদর্শবাদী বাবাও তাকে বলেছিলেন গোটা ব্যাপারটা যেন জীবনের মূল্য দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের সমিল হয়ে না দাঁড়ায়।

চীফ মেডিকেল অফিসার অফ হেলথ ডঃ মিশ্র প্রশান্তের জীবন-দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা ও উৎসাহ ব্যাঞ্জক উক্তি করেও একটা কথা বলতে কিন্তু দ্বিধা করলেন না "যেখানে যাচ্ছ সেখানে কিন্তু কোন এসোশিয়েশান পাবে না, তোমাদের মত শহুরে মানুষের মন টিকবে তো?" প্রশান্ত মাথা নেড়ে সায় দেয়। ডাঃ মিশ্র প্রশান্তকে সমস্ত কিছু সাহায্যের আশ্বাস দেন এবং যখনই কোন প্রয়োজন পড়বে তাকে জানাতে বলেন।

প্রশান্ত কাশেমপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চাকরীতে বহাল হলো। প্রশান্ত প্রথম আবির্ভাবে হাসপাতাল কমিটির রামরতন পোদ্দার এর ভাই শ্যামরতন পোদ্দারকে যে শিক্ষা দিয়েছিল উত্তরকালে তার রূপ যে চরম প্রতিকূল প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে দাঁড়াতে পারে এ আন্দাজ তার ছিল।

ব্যাপক চোরা বাজারও নানারকম কুৎসিত ক্রিয়াকলাপ চলত কাশেমপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আর এসবের প্রধান সহায় কমপাউণ্ডার ভূপাল বাগচী। প্রশান্ত স্বাধীনচেতা সেবাপরায়ণ যুবক সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই তার এই চাকুরী গ্রহণ। অতএব সে কোন ক্রমেই গ্রামা পেঁচালো প্রধানদের হাতের ক্রীড়ানক হতে নারাজ। ভূপাল কিন্তু জাতচোর নয়। সংসারকে সুখী করবার জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন সবারই আছে। তবে সেই অর্থ অর্জনের পথটা সুগম নয়। ফলে মহাবীর প্রসাদ, রামরতন পোদ্দার, শ্যামরতন পোদ্দার, প্রাক্তন এম. এল. এ. জমিদার ইদ্রিশ চৌধুরী, হরিশ সাউ, দারোগা

রাধারমন তপাদার, প্রভৃতি তাবড় তাবড় মানুষদের সংগে তার হাত মেলানো ছাড়া গত্যান্তর ছিল না। পনেরো বছর একনাগাড়ে সহাবস্থান চলছিল এদের সংগে। হঠাৎ বাদ সাধলেন নবা ডাক্তার—হাসপাতাল ও রুগীর সেবাই যার কাছে বড়। প্রশান্তের নির্ভিক স্পষ্টবাদীতায় গ্রাম্য প্রধানরা ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠলেন। ভূপাল দু নৌকায় পা দিয়ে চলছিল। এদিকে ভূপালের একমাত্র মেয়ে চন্দনা ঘটনাচক্রের প্রবাহে প্রশান্তের প্রণয়াসক্ত। সারা গ্রাম বিশেষ করে বিত্তবানের দল যখন প্রশান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার তখন তার পাশে নুরুদ্দিন ছায়ার মত দাঁড়িয়েছিল। অদ্ভুদ এ মানুষটি। অবিবাহিত পরোকারী নূরুদ্দিন গ্রামের এই পরিবেশকে কোনদিন মানতে পারে নি। আর পারেনি বলেই প্রশান্তকে বন্ধু বলে মেনে নেয়।

নাটকীয় পরিণতি আরো চরমে ওঠে মহাবীরের শ্যালিকা নন্দার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। নন্দা মারা যায়। পারিবারিক সম্মান রক্ষার জন্য প্রশান্তডাক্তারকে মহাবীর একটা ডেথ সার্টিফিকেট দিতে বলে। প্রশান্ত অস্বীকার করলে দুষ্টচক্র আরো তৎপর হয়ে প্রশান্তকে ফাঁদ-এ ফেলে।

ভুল বোঝাবুঝির মাধ্যমে প্রশান্ত ও চন্দনার সম্পর্ক সাময়িকভাবে হয়ে ওঠে তিক্ত। তারপর ঘটনার প্রেক্ষাপট দ্রুত বদল হতে থাকে।

ঘটনা বদলে শেষ পর্বে ছবি এমন এক যায়গায় এসে যায় যেটা এখনই বলা যায় না।...

গান

দিদি রাত হয়েছে রে
বোনাইকে তোর ঘরে যেতে দে
ঘরে যেতে দে   ওকে ফিরে যেতে দে

টিপ দেবো ঝুমকো দেবো
বলনারে কি চাই
আমার ভাতের থালায় দিদি
দিসনে শুধু ছাই—

নইলে পরে আনবো ডেকে
বলবো জামাই দাদাকে
রাত হয়েছে রে—

বড় দিদি তুই যে আমার
আমি ছোট বোন
আমার কপাল ভাঙ্গিস নারে
শোনরে কথা শোন

বিনি পয়সার দাসী হয়ে
থাকবোরে তোর চরণে
রাত হয়েছে রে—

শিল্পী—**ছায়া চট্টোপাধ্যায় ও সহশিল্পীবৃন্দ**

প্রযোজক ধীরেশ কুমার চক্রবর্ত্তী

ধীরেশ কুমার চক্রবর্তী। বাংলা ছবির জগতের একজন নতুন প্রযোজকের নাম। বয়সের হিসেবে যুবক। উদ্যোগী। জীবনটা যে নেহাত কাঁচ দিয়ে গড়া নয় তিনি জেনেছেন শৈশব থেকে। বরং কাঁটা ছড়ানো পথ ধরে এগিয়ে আসতে হয়। সূত্রপাত উনিশ'শ উনচল্লিশ সালের তেইশে সেপ্টেম্বর। নয়ন মেলে পৃথিবীর প্রথম আলো দেখেই তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল পায়ের নীচে শক্ত মাটির সন্ধানে। বেশ খানিকটা দুস্তর পথ পেরিয়ে তিনি এলেন কল'কাতায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কল'কাতা মহানগরীতে তাঁর প্রথম এবং আদি আশ্রয়স্থল ছিল বালিগঞ্জ রেলস্টেশন। সেটা উনিশ'শ পঞ্চান্ন কি ছাপান্ন সালের কথা। আত্মপ্রত্যয় আর প্রতিজ্ঞা ছিল তাঁর পাথেয়। কঠোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁকে এগিয়ে চলতে হয়েছে একদিন সূর্যের প্রতীক্ষায়। কে কতখানি তাঁর হরণ করেছে হিসেব করেন নি। শুধু বেঁচে থাকার দাবী ছিল। তিনি জানতেন এ এক অবিচ্ছিন্ন দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। কখনও হেরে, কখনও জিতে, একটু একটু করে চূড়ান্ত জয়ের দিকে এগিয়ে যাওয়া ছিল তাঁর অভিপ্রেত। বাইরে থেকে এর আভাস পাওয়া যেত কতটুকু? কিন্তু অন্তরে যুদ্ধের ধ্বনি বেজেছে। শিরায় উপশিরায়, অনুভাবনার প্রতিটি বিন্দুতে দুরন্ত সাহস জুগিয়েছে অটুট মনোবল। তীব্র অন্ধকারেও প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে ফুটে উঠেছে "আমি নিজের ভেতরে রক্তাক্ত হয়ে যেতে যেতেও বেঁচে থাকব।" সেই দুস্তর সংগ্রামের পথ পেরিয়ে আজ তিনি চক্রবর্তী কেবলস্ অ্যানড্ ইনজিনিয়ারিং কোম্পানী'র একমাত্র কর্ণধার।

হঠাৎ ফিল্মে এলেন কেমন করে? প্রশ্ন করলে তিনি সহাস্যে বলেন। "ছোটবেলা থেকে ফিল্ম দেখার আগ্রহ আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।"

হঠাৎ যোগাযোগ হয়ে যায় পরিচালক স্বদেশ সরকারের সঙ্গে। তিনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত একটি গল্প শোনান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাল লেগে যায়। মাত্র কয়েক মিনিটের 'ডিসিশন'। তিনি চিত্রসত্ব ক্রয় করে ফেলেন। জন্ম হয় 'নন্দিতা'র।

মাত্র কয়েক মাসে, ফিল্মের পরিবেশে, তাঁর অভিজ্ঞতা মধুর। সকলের শুভেচ্ছা ও ভালবাসা নিয়ে আজ তাঁর জীবনের নতুন দিগন্তে নতুন পরিচয়…ধীরেশকুমার চক্রবর্তী। বাংলা ছবির জগতে একজন প্রযোজকের নাম। বয়সের হিসেবে যুবক। উদ্যোগী।…

৪

গান।

আজো তেমনি করে আছো আমার এ মন ভরে
যেমন ছিলাম তেমনি আমি
আছি তোমার পাশে
মনযে আমার ভালবাসে শুধুই ভালোবাসে

নাই বা কিছুই পেলাম পৃথিবীতে
হয়তো আমায় শুধু হলো দিতে
দেবার আনন্দেতে তবু হৃদয় আমার হাসে

কান্না হাসি আমার সবই তোমার
আমার মত সুখী কে আছে আর
আরো দুঃখ পাইতো পাবো
তাতে আমার কি যায় আসে

শিল্পী—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

পরিচালক স্বদেশ সরকার

স্বদেশ সরকার বাংলা ছবির সুপরিচালকদের মধ্যে অন্যতম। ছোটবেলা থেকে সিনেমার প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ তাঁকে জীবিকার এই ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে। চলচ্চিত্র চিন্তা ছাত্রজীবন থেকে। কলেজ ছাড়বার পর এক বন্ধুর মাধ্যমে যোগাযোগ কবি প্রণব রায়ের সঙ্গে। শ্রীরায় তখন চিত্র পরিচালনা করছেন। তাঁর সাথে সহকারী হিসেবে যোগদান করলেন। 'রাঙামাটি' 'প্রার্থনা' ছবিতে কাজ করেছেন। সেটা উনিশ'শ পঞ্চাশ একান্ন সাল। তখনই পরিচালক অজয় করের সঙ্গে দেখা। তিনি তখন আলোকচিত্র শিল্পী। তারপর স্বাধীনভাবে কাজ করতে উদ্যোগী হ'লে স্বদেশ সরকারের ডাক পড়ে। তখন থেকে সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। 'শুন বরনারী', 'সাত পাকে বাঁধ', 'প্রভাতের রঙ' 'কাঁচ কাটা হীরে', প্রভৃতি বহু ছবিতে কাজ করেছেন। এমন কি কিছুদিন আগের 'পরিণীতা' ও 'মাল্যদান' ছবিতেও তিনি কাজ করেছেন। পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন 'অভিযান' ছবিতে। এ ছাড়া শ্রীরায়ের তত্ত্বাবধানে নিত্যানন্দ দত্ত'র পরিচালনায় 'বাক্স বদল' ছবিতে কাজ করেছেন। স্বাধীনভাবে প্রথম ছবি করেন উনিশ'শ আটষট্টি।উনসত্তর সালে। সেই বহু আলোচিত ছবির নাম 'শাস্তি'। অবশ্য ইতিমধ্যে তিনি শচীন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে পরিচালনা করেছেন 'কাল তুমি আলেয়া'। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি বেশ কয়েকটি ছবি পরিচালনা করেছেন। যেমন 'জীবন সৈকতে', 'হারায়ে খুঁজি' 'হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ' এবং এই ছবি 'নন্দিতা'। এ ছবির কাজ করতে গিয়ে তিনি সকলের কাছ থেকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছেন। এছাড়া বহির্দৃশ্য গ্রহণেও স্থানীয় লোকজনদের সাহায্য পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি দুটি ছবির কাজ নিয়ে ব্যস্ত। একটির নাম 'জীবন যে রকম'। অন্যটি ছোটদের ছবি "দিগ্‌বিজয়"।

শুধু গানের।

৫

যে দিনের সূর্য এসে তোমার চোখে
নতুন আলো ধরে
আমায় রাখো সেদিন ক'রে

যে পথে পা বাড়ালে পথের বাধা
আপনি ভেঙ্গে পড়ে
আমায় রাখো সে পথ ক'রে

আকাশের দূর অজানায় যে রঙ দেখে
পাখীদের পালক কাঁপে আপনা থেকে
যে রঙের হাতছানিতে মন চায় উধাও হতে
পারে না বন্দী হয়ে থাকতে চেনা-ঘরে
আমায় রাখে সে রঙ করে

যে সাধের কূল ছাপানো জোয়ার লেগে
ভেসে মন সব পিছু টান পিছে ফেলে
প্রেরণার যে প্লাবনে জাগে প্রাণ এই জীবনে
নিজেকেই নিজের হাতে মনযে ভেঙ্গে গড়ে
আমায় রাখো সে মন ক'রে

শিল্পী—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

উনিশ'শ আটত্রিশ সালের আগষ্ট মাসে তরুণ সঙ্গীত পরিচালক মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। ছোটবেলা থেকেই গান বাজনার পরিবেশে মানুষ। বাড়িতেই গান বাজনার চর্চা হ'ত। বলতে গেলে পারিবারিক গান বাজনা তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। প্রতি মুহূর্তে প্রেরণা'র উৎস। উনিশ'শ চৌষট্টি সাল থেকে তিনি আকাশবানী'র গায়ক ও গীতিকার।

উনিশ'শ পঁয়ষট্টি সালে তাঁর সুরে প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হয়! কণ্ঠদান করেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে সর্ব্বপ্রথম এইচ এম ভি তে নিয়ে যান। তারপর থেকে এইচ. এম. ভি-তে আজ পর্যন্ত বহু শিল্পী তাঁর সুরে রেকর্ড করেছেন। বর্তমানে তিনি আকাশবাণী এবং টেলিভিশন এ ট্রেণার কম্পোজার হিসেবে যুক্ত। প্রথম, চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনার কাজ করেন 'আলো আঁধারে' ছবিতে। ছবির কাহিনীকার কমল বসু তাঁকে সর্ব্বপ্রথম চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনার সুযোগ করে দেন। ছবিটা ব্যবসা সফল না হলেও সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। তারপর পরিচালক স্বদেশ সরকারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। এই পরিচালক তাঁকে বড় সুযোগ দিলেন 'হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ' ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করে। অতঃপর 'নন্দিতা'। অবশ্য ইতিমধ্যে তিনি দু'টি ছবিতে কণ্ঠদান করেন। অমল দত্ত পরিচালিত দু'টি ছবির নাম 'আবিরে রাঙানো' এবং 'এমনি অনেক'। তবে এর মধ্যে 'নন্দিতা' ছবির কাজ করে তিনি খুব খুশী। এ ছবির কাহিনী যেহেতু গ্রামের পটভূমিকায়—ভাল লেগেছে কাজ করতে।

সঙ্গীতপরিচালক মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁর প্রিয় 'ফোক' এবং 'ক্লাসিকাল'। দুটোই এ ছবিতে সদ্ ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তিনি ভারত সরকারের সঙ্গীত নাটক দপ্তরের ফোক ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে গত সাত বছর ধরে সংযুক্ত।

বর্তমানে তাঁর হাতে দু'টি ছবি। একটির নাম 'দিগবিজয়' অন্যটির নাম 'রুদ্রবীণা'।

৬

গান

যদি প্রাণ পাখী যায় উড়ে
দেহ খাঁচা রয় পড়ে
কেন এই ভালোবাসা কেন এই কাঁদা হাসা
বুঝিয়ে আমায় বলনা মন
কোন দোষে হয়রে এমন
কুটিল ঐ সর্প কেন
এ সংসারে বসত করে

ভোরের বেলায় ফুটলে আলো
মনের সুখে গাইতো সে গান
দেখেছিলো তারও পরাণ
কত আশা কত স্বপন
আজ কেন সেই গানের ঘরে
শুধুই চোখের জলটা ঝরে
বলোনা মন এইযে কাঁদন
কোথায় গেলে আনতে পারে

শিল্পী—মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য গীতিকার :

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম কবে লেখা সুরু করেছেন তাও স্মরণ নেই। তবে প্রথম
গান রেকর্ড হয় তখন স্কুলের ছাত্র। এ বিষয়ে তিনিই বোধ হয়
কনিষ্ঠ।

গীতিকার হয়েই বাংলা চিত্র সরস্বতীর আরাধনা করে যাচ্ছিলেন।
ছেন অনেক অজস্র পুজাঞ্জলি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'জয়া'
াহার', 'নতুন জীবন', 'ফুলেশ্বরী', 'ধন্যিমেয়ে', 'শঙ্খবেলা',
ম্বিতনয়'। 'কাল তুমি আলেয়া', 'বালুচরী' স্ত্রী, 'রাগ অনুরাগ'
ম কদমফুল', 'হংসরাজ', 'বসন্তবিলাপ', 'সোনার খাঁচা'
কনিক' 'সংসার সীমান্তে' 'হার মানাহার' ইত্যাদি।

কাহিনীকার হিসেবে উল্লেখযোগ্য প্রান্তরেখা, হারানো প্রাপ্তি
দ্দেশ, রাগ অনুরাগ।

চিত্রনাট্যকার হিসেবে প্রথম প্রবেশ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ
ক্তি প্রতিক্ষিত) এবং এই নন্দিতা।

গতবার পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুরস্কার। অন্যান্য বহু
স্কারও তাঁকে প্রচুর অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

প্রযোজক ধীরেশ কুমার চক্রবর্তী'র অকৃত্তিম বন্ধু এবং আপনজন বিনয় পাল 'নন্দিতা' ছবির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

ছেচল্লিশ বছর বয়স্ক এই মানুষটি'র জীবিকার সূত্র ছিল সোনা-রুপোর ব্যবসায়। সেখান থেকে বেশ কিছুদিনের জন্য কনট্রাকটরী'র কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখেন। ফিল্মে এসেছেন অকৃত্তিম বন্ধু এবং আপনজনের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে। মোটর গ্যারেজের ব্যবসা করতে করতে ফিল্মের কাজ করছেন। এ'কদিনের মধ্যে তার অভিজ্ঞতা অনেক। তিনি বলেন যে বাইরে থেকে যা মনে হয় তা নয়। অত সহজ নয় এই ব্যবসা। তবে প্রত্যেকের কাছ থেকে অকৃপণ সহযোগীতা পেয়েছেন বা পাচ্ছেন যার জন্য এতবড় কাজ সামলাতে পেরেছেন বা পারছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ছবির জগতের তরুণকুমার ও তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু।

সর্বাধ্যক্ষ **বিনয় পাল**

প্রকাশক ঃ বিনয় পাল | ডি. কে. ফিল্মস্ এণ্টারপ্রাইজ

তত্ত্বাবধায়ক ঃ স্বপন কুমার ঘোষ | প্রচার সচিব

মুদ্রক ঃ অমি প্রেস | ৭৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা-৯